তারিখ ... 26 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

বই প্রকাশনা সমৃদ্ধ করতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা চাই

বাংলা একাডেমিতে মানোন্নয়ন নিয়ে বৈঠক

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

অমর একুশে গ্রন্থমেলা শুরুর আগে বই প্রকাশনার মানোন্নয়ন নিয়ে আয়োজিত বৈঠকী সভায় বক্তারা বলেছেন, মানসম্পন্ন বইয়ের প্রকাশনা ও বিপণন ব্যবস্থায় গতি আনয়ন এবং সচ্ছতা নিশ্চিতের প্রয়াসে বাংলা একাডেমির পাশাপাশি জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে সক্রিয় করতে হবে এবং সরকারি বই ক্রয়ে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তারা বলেন, অমর একুশে গ্রন্থমেলা বাণিজ্য বা শিল্পমেলা নয়, এটা জাতির সর্বোৎকৃষ্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কিন্তু প্রকাশনার মান, লেখার মান উন্নত হচ্ছে না। একে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের প্রকাশনার মানোন্নয়ন বিষয়ে আমাদের যেমন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন, তেমনি আমাদের লেখক-প্রকাশক উভয়ের আরো আন্তরিক প্রয়াসে দেশের প্রকাশনা জগতকে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে হবে।

গতকাল সোমবার বাংলা একাডেমির ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ভবনের সভাকক্ষে 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা : প্রকাশনার মানোন্নয়ন' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। বৈঠকে একুশের গ্রন্থমেলা ও বাংলাদেশের প্রকাশনার মানোন্নয়ন বিষয়ে একটি লিখিত ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন গবেষক বদিউদ্দিন নাজির। আলোচনায় অংশ নেন ভাষা সংগ্রামী আহমদ রফিক, ইমেরিটাস প্রকাশক মহিউদ্দিন আহমেদ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, চিত্রশিল্পী হাশেম খান, কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ, কালি ও কলম সম্পাদক আবুল হাসনাত, কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন, ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন, দৈনিক প্রথম আলো'র ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ, কবি তারিক সুজাত, লেখক আহমাদ মাযহার, প্রকাশক মিলন কান্তি নাথ, ফরিদ আহমেদ, নিশাত জাহান রানা, আলমগীর সিকদার লোটন, খান মাহবুব, সাংবাদিক অজয় দাশগুপ্ত, সালাম যুবায়ের, আসিফুর রহমান সাগর প্রমুখ। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সুভাষ সিংহ রায়, প্রকাশক সবিহ উল আলম, জসীম উদ্দিন, শাহাদাত হোসেন, কামরুজ্জামান কাজল, তারিকুল ইসলাম রনি এবং একাডেমির সচিব ও পরিচালকবৃন্দ।

সূচনা বক্তব্যে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

বই প্রকাশনা সমৃদ্ধ করতে

২০ পৃষ্ঠার পর

শামসুজ্জামান খান বলেন, বাংলা একাডেমি একুশে গ্রন্থমেলার আয়োজক-প্রতিষ্ঠান। একইসঙ্গে বাংলাদেশের প্রকাশনা জগতের উন্নয়ন ও সীমাবদ্ধতা নিয়েও আমরা দেশের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভাবনা-বিনিময়ের চিন্তা থেকে এ গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করেছি।

বদিউদ্দিন নাজির বলেন, বাংলাদেশের লেখকরা উল্লেখযোগ্য ও মানসম্পন্ন কিছু লিখছেন না তাই বইয়ের বিক্রি কম। বিক্রি হয় এমন লেখকের সংখ্যা খুব কম। যেখানে মানসম্পন্ন লেখাই প্রকাশিত হচ্ছে না সেখানে প্রকাশনার মান কিভাবে উন্নত হবে। মানসম্পন্ন লেখা পেলেই না মানোন্নয়নের প্রশ্ন আসে।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, আমাদের প্রকাশনা শিল্প অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। সীমাবদ্ধতা যেগুলো রয়েছে সেগুলো দূর করা কঠিন নয়। যত্নবান হলেই এসব ভুল দূর করা সম্ভব। সামগ্রিক প্রয়াস না থাকায় বই প্রকাশনা অবিমিশ্র কল্যাণকর হচ্ছে না।

ভাষা সংগ্রামী আহমদ রফিক বলেন, লেখার মানের দিকে নজর দেয়া ছাড়া উপায় নেই। লেখক-প্রকাশকরা নিজেরা যদি সচেতন না হন তাহলে এই বাজে বই প্রকাশ বন্ধ হবে না। সম্পাদনা ও পাণ্ডুলিপি যাচাই-বাছাই গুটিকয় প্রকাশক ছাড়া আর কেউ করে না। এ ব্যাপারে সরকার, লেখক-প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, কিছু ভালো বই বের হয় সেটা নিশ্চিত। তবে খারাপ বই নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে কিছু ভালো বই যাতে প্রকাশিত হয় সেদিকে নজর দেয়া জরুরি।

খারাপ বই প্রকাশ প্রসঙ্গে সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, লেখকদের কাণ্ডজ্ঞান থাকা উচিত। প্রযুক্তির উন্নয়নে বই প্রকাশ করা সহজ হয়ে যাওয়ায় আজেবাজে বই বের হচ্ছে। এই সময়কালকে প্রকাশনার ক্ষেত্রে ক্রান্তিকাল, অন্ধকার অধ্যায় বলে উল্লেখ করেন তিনি। বলেন, দেশের সব ক্ষেত্রে যেমন নিম্ন মাঝারি অবস্থা প্রকাশনার ক্ষেত্রে এরচেয়ে ভালো হবে কি করে। ইউপিএল এর পরিচালক ইমিরেটাস প্রকাশক মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, মুক্তিযুদ্ধের পরে বাংলাদেশের লেখার মান এক ধাপও এগোয়নি। পুস্তক প্রকাশনা চলচ্চিত্র প্রযোজনার মতই। এখানে কপি এডিটিং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকাশকদের পৃষ্ঠপোষকতা না করলে বই প্রকাশনার মান উন্নত হবে না বলে মত দেন তিনি।

কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন বলেন, প্রকাশনা সংস্থাগুলোতে শিক্ষিত রুচিশীল সম্পাদক নিয়োগ দিতে হবে।